জর্জ স্পটলাইট

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

সংখ্যা ঃ ১৩ • ২২ মার্চ, ২০২৫

SWASTIK MUKHERJEE
Chandrani Enterprise Pvt. Ltd.

ভলিবলার হওয়া হয়নি, জর্জ টেলিগ্রাফে ট্রেনিং নিয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত হাওড়ার স্বস্তিক

জীবনের গতিপথ কীভাবে এগোবে কেউ জানে না। বাবা রেলের সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। নিজে রাজ্য স্তরে চুটিয়ে ভলিবলও খেলেছে। সেই ছেলেই জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে কোর্স করে বিপনন জগতে (সেলস ও মার্কেটিং) আজ প্রতিষ্ঠিত।

স্বস্তিক মুখোপাধ্যায়। বয়স ২৯। হাওড়া সাঁতরাগাছিতে বাড়ি। প্রতিদিন সকালে দ্বিতীয় হুগলী সেতু দিয়ে মোটরবাইক চালিয়ে রুবি মোড়ের অফিসে যেতে হয়। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হতো তাঁর, কিন্তু দৈনন্দিন লড়াইকে অভ্যাসে পবিণত করেছে জর্জের এই কৃতি ছাত্র। অটো মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করে চন্দ্রানী এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেডে গাড়ির বিপননী বিষয়টি দেখেন। ওই কোর্সের কারণে যে গাড়ির টেকনিক্যাল বিষয়টি বুঝতে তাঁর সুবিধা হয়, সেটিও জানিয়েছেন স্বস্তিক।

সে এও বলেছে, ‘‘আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, ভিনরাজ্যে চলে যাব, কিন্তু পরে দেখলাম, কলকাতায় থেকে যদি পেশাকে মানিয়ে নিতে পারি, তারচেয়ে ভাল বিষয় হয় না।’’ সিবিএসই স্কুলে পড়াশুনো করার জন্য ইংরাজি বলায় সাবলিল। পাশাপাশি গাড়ির যন্ত্রাংশ নিয়ে বিস্তর জ্ঞান রয়েছে বলে তাঁর সেলসের কাজেও বিশেষ সুবিধা হয়। তাই স্বস্তিক বলছিল, ‘‘আমি আগামী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই, যে কোনও বিষয় কাজ করার আগে সেই বিষয়টি নিয়ে কোর্স করে নিলে ভাল। পড়াশুনোর কোনও বিকল্প নেই। আমি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে দু’বছরের কোর্স করে শিক্ষকদের থেকে অনেককিছু শিখেছি। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই পেশাকে ভালবাসতে শিখেছি। এখন যা আয় করেছি, সেটা সবটাই ওই প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা থেকে।’’

স্বস্তিকের জীবনের লক্ষ্য ছিল অবশ্য জাতীয় ভলিবল দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়া। ভাল উচ্চতা হওয়ার কারণে সেই স্বপ্ন লালন করে গিয়েছেন। হাওড়ার অনুশীলন চক্র ক্লাব থেকে ভলিবল খেলা শুরু, তারপর ক্রমে কলকাতা ময়দানে এসেও খেলেছেন। সারা বাংলা ভলিবলে একসময়ের চ্যাম্পিয়ন এই প্রাক্তন তারকা খেলেছেন বড়বাজার যুবক সভা ও যাত্রা শুরু সংঘেও। কিন্তু ডানহাতের লিগামেন্টের চোট স্বস্তিককে নিজের স্বপ্নপূরণ থেকে ছিটকে দিয়েছে।

নিজের সেই অতীতের কথা বলতে গিয়ে স্বস্তিকের আক্ষেপ থাকলেও কঠিন বাস্তবকে মেনেও নিয়েছে। জানিয়েছে, ‘‘জর্জে ভর্তি হয়েছিলাম নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য, সেদিক থেকে আমি সফল বলতে পারেন। বাবা-মা পরিবারের পাশে থাকতে পেরেছি, এটাই অনেক। যা হতে পারিনি, তা ভেবে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। আমি তো একসময় টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ড্রাস্টির সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম, সিরিয়ালের কাজও করেছি, সেটিও ছেড়ে দিয়েছি মধ্যবিত্ত ঘর থেকে দীর্ঘদিন সেই লড়াই চালিয়ে যেতে পারব না বলে!’’